কোটচাঁদপুরের কুশনা বাওড় থেকে মাছ লুট

কোটচাঁদপুরের কুশনা বাওড় থেকে মাছ লুটের ঘটনা ঘটেছে। আজ শুক্রবার সকালে ওই বাওড় থেকে মাছ লুট হয় বলে অভিযোগ করেছেন ভুক্তভোগীরা। ওই ঘটনায় থানায় অভিযোগ করেছেন,সমিতির সভাপতি প্রশান্ত কুমার হালদার।

জানা যায়, গেল ২০১৮ সালে কোটচাঁদপুরের ফুলবাড়ি মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি বাওড়টির ইজারা পান।এরপর থেকে তারা নির্বিগ্নে মাছ চাষ করে আসছিলেন বাওড়টিতে।

গেল ৫ আগষ্ট সরকার বদলের পর থেকে বাওড়ে প্রতিদিনই মাছ লুটের ঘটনা ঘটে। বিষয়টি স্থানীয় বিএনপি ও জামায়াতের নেতৃবৃন্দকে অবহিত করা হয়। এরপর বাওড় থেকে আর কোন মাছ লুটের ঘটনা ঘটবে বলে আশ্বাস দেন নেতৃবৃন্দ। এরপরও শুক্রবার সকালে বাওড়ে মাছ ধরার সময় স্থানীয় এড়ান্দা গ্রামের কয়েকজন যুবক মাছ লুট করে নিয়ে যায়।

যার মধ্যে ছিলেন, ওই গ্রামের আকবার আলীর ছেলে রকি,ইসাহাকের ছেলে মোশাররফ হোসেন, সলেমানের ছেলে সবুজ, এরশাদের ছেলে জিয়া ও কলম বিশ্বাসের ছেলে মহাসিন আলী।

বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন কুশনা বাওড়ের গার্ড সাইফার রহমান ও প্রত্যক্ষদর্শী আব্দুল। তারা বলেন, সরকার পতনের পর থেকে এলাকার কিছু দূর্বৃত্তরা প্রায় বাওড়ে হুইল, ছিপ ও জাল দিয়ে মাছ ধরে নিয়ে যায়। আজ শুক্রবার সকালে তাদের মধ্যে মহাসিন ও রকির নেতৃত্বে আবারও মাছ লুটের ঘটনা ঘটে। ওই দুই জনের মধ্যে মহাসিন উপজেলা কৃষক দলের সাবেক সদস্য সচিব ও রকি বিএনপি সমর্থিত নেতা বলে জানা গেছে। ওই সময় তারা বাওড় থেকে ৫০ হাজার টাকার মাছ লুট করেছেন বলে দাবি বাওড় কতৃপক্ষের।

এ ব্যাপারে উপজেলা বিএনপির সভাপতি সাবেক অধ্যাপক আব্দুর রাজ্জাক বলেন,মহাসিন উপজেলা কৃষক দলের সাবেক সদস্য সচিব ছিলেন। তবে বিএনপি কোন লুটপাটে বিশ্বাস করে না। এ কারনে সে দলের যেই হোক না কেন,তাঁর বিরুদ্ধে তথ্য প্রমান পেলে ব্যবস্থা নেয়া হবে।

একই মন্তব্য করেন,উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক লিয়াকত হোসেন।

তিনি বলেন, ওই মাছ লুটের ঘটনায় দলের যেই জড়িত থাকুক না কেন,প্রমান পেলে তাদের বিরুদ্ধে সাংগঠনিক ব্যবস্থা নেয়া হবে।

এ ব্যাপারে কোটচাঁদপুর থানার উপপরিদর্শক (এসআই) শামীম হোসেন বলেন,বাওড় থেকে কে বা কাহারা মাছ লুট করছেন। এমন খবর জানতে পেয়ে ঘটনাস্থলে গিয়ে ছিলাম। তবে তার আগে লুটকারীরা পালিয়ে যান। তাদের কাউকে দেখা যায়নি। ওই ঘটনায় এখনও পর্যন্ত থানায় কোন অভিযোগ হয়নি। অভিযোগ পেলে তাদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেয়া হবে।

পুকুর থেকে মাটি কেটে বিক্রি, কোটচাঁদপুর মডেল থানায় পৃথক দুইটি মামলা

পুকুর থেকে মাটি কেটে বিক্রির অভিযোগে কোটচাঁদপুর মডেল থানায় পৃথক দুইটি মামলা করেছেন, দোড়া ইউনিয়ন (ভুমি) সহকারী কর্মকর্তা জাকির হোসেন। তবে মামলা হলেও আসামিরা রয়েছে ধরা ছোয়ার বাইরে। বিষয়টি তদন্তপূর্বক ব্যবস্থা গ্রহনের দাবি জানিয়েছেন সংশ্লিষ্টরা।

জানা যায়,কোটচাঁদপুর উপজেলার দোড়া ইউনিয়ন। এ ইউনিয়নের ভোমরা ডাঙ্গা – চুয়াডাঙ্গা বাজারের পাশে হারুন অর রশিদের পুকুর ও সোয়াদি গ্রামের আনিসুর রহমানের পুকুর থেকে মাটি ব্যবসায়িরা দীর্ঘদিন ধরে মাটি কেটে বিক্রি করে আসছিল।বিষয়টি নিয়ে তাদেরকে বেশ কয়েক বার সর্তক করেন সংশ্লিষ্টরা। এরপরও তারা আইনকে বৃদ্ধাঙ্গুলী দেখিয়ে মাটি কেটে বিক্রি করা অব্যহত রেখেছিল।

এ কারনে গেল ২১ জুলাই পুকুর থেকে মাটি কেটে বিক্রির অভিযোগে কোটচাঁদপুর থানায় পৃথক দুইটি এজাহার করেন,দোড়া ইউনিয়ন (ভুমি) সহকারী কর্মকর্তা জাকির হোসেন।

ওই মামলায় আসামি করা হয়েছে,তেঘরি গ্রামের পুকুর মালিক হারুন অর রশিদ,মাটি কাটার সহযোগী আব্দুর রহিম, শাহিন হোসেন, সাইফুল

ইসলাম, কায়দার আলী, আব্দার আলী, সোয়াদি গ্রামের পুকুর মালিক আনিসুন রহমান, সহযোগী পারভেজ হোসেন ও মনা বিশ্বাস।

এদিকে থানায় এজাহার করার ১৪ দিন পর মামলাটি নথিভূক্ত হলেও আসামিরা রয়েছে ধরা ছোয়ার বাইরে।

বিষয়টি নিয়ে কোটচাঁদপুরের দোড়া ইউনিয়ন (ভুমি) সহকারী কর্মকর্তা জাকির হোসেন বলেন,উপজেলার ভোমরা ডাঙ্গা – চুয়াডাঙ্গা ও সোয়াদি গ্রামের পুকুর থেকে মাটি কেটে বিক্রি করছিলেন ওই এলাকার প্রভাশালী মাটি ব্যবসায়িরা।

এ ব্যাপারে তাদেরকে সর্তক করা হলেও তারা আইনকে বৃদ্ধাঙ্গুলী দেখিয়ে মাটি কেটে বিক্রি করে আসছিল।

এরপর উপজেলা নির্বাহী স্যারের নির্দেশে গেল ২১ জুলাই কোটচাঁদপুর থানায় পৃথক দুইটি এজাহার করা হয়। এদিকে এজাহার করার ১৪ দিন পর মামলা নথিভুক্ত করা হলেও আসামিরা রয়েছে ধরা ছোয়ার বাইরে এমন অভিযোগ ইউনিয়ন (ভুমি) সহকারী কর্মকর্তার।

এ ব্যাপারে কোটচাঁদপুর থানার উপপরিদর্শক (এসআই) মোছাঃ শারমিন আক্তার বলেন,মামলা হওয়ার পর দেশের পরিস্থিতি খারাপ হয়ে যায়। এ কারনে মামলা নিয়ে কাজ করা সম্ভব হয়নি। তবে এখন মামলাটি নিয়ে কাজ চলমান রয়েছে।

উপজেলা নির্বাহী অফিসার উছেন মে বলেন, মাটি কাটার বিষয়টি নিয়ে থানায় সংশ্লিষ্ট নায়েব এজাহার করেছেন। আপনারা ওসি সাহেবের সঙ্গে কথা বলেন।

কোটচাঁদপুর উপজেলা কৃষি অফিসার ও রিটেলারদের সাথে

জামায়াতে মতবিনিময়

সারের সঠিক মুল্য নির্ধারণ সহ কৃষকদের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুর উপজেলা কৃষি অফিসার ও রিটেলারদের সাথে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর নেতাদের সাথে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ সোমবার (১৯ শে আগষ্ট) বিকালে উপজেলা কৃষি অফিসারে কার্যালয়ে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

মতবিনিময় সভায় সভাপতিত্বে করেন উপজেলা কৃষি অফিসার রাজিবুল হাসান। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা জামায়াতে ইসলামীর আমীর মোঃ আজিজুর রহমান।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা জামায়াতের সেক্রেটারি মোঃ শরিফুল ইসলাম,বলুহর ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান মোঃ শাহআলম, অতিরিক্ত কৃষি অফিসার এস এম নাজমুল সাকিব শাহীন, সাংবাদিক আব্দুল্লাহ বাশার, মঈন উদ্দিন খান প্রমুখ।

সে সময় রিটেলারদের সাথে কৃষি কাজে ব্যাবহারিত সকল সারের সঠিক মুল্য নির্ধারণ সহ বিভিন্ন বিষয় তুলে ধরে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করেন অতিথিরা। এ সময় নানা শ্রেণী পেশার মানুষ সহ বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তা কর্মচারী উপস্থিত ছিলেন

জীবননগরে ভিয়েতনামী মাল্টা চাষে সফলতা পেয়েছেন সজল আহম্মেদ

সবুজ পাতার মাঝে উঁকি দিচ্ছে থোকায় থোকায় ভিয়েতনামী বারোমাসি মাল্টা। এ দৃশ্য চুয়াডাঙ্গা জেলার জীবননগর উপজেলার মানিকপুর গ্রামের কৃষি উদ্যেক্তা সজল আহম্মেদের বাগানে। তিনি বলেন, ২ বিঘা জমিতে ভিয়েতনামী মাল্টা চাষ করেছি। আমার এই বাগানের বয়স এখন ৭

বছর। মাল্টা গাছ রোপণের ৬ মাস পরেই গাছে ফল আসা শুরু হয়। বর্তমানে ৭ বছরের প্রতিটি গাছ থেকে আনুমানিক ১৫০-২০০ কেজি মাল্টা পাওয়া যাচ্ছে। বাগান থেকে এখন প্রতি বছরে প্রায় তিন থেকে সাড়ে তিন লক্ষ টাকা আয় হয়।

বাগানের খরচের বিষয়ে সজল আহম্মেদ বলেন শুরুর দিকে চারা কেনা, সার, কীটনাশক ইত্যাদি কিনতে বিঘা প্রতি ৫০-৬০ হাজার টাকা খরচ হয়েছে এবং দ্বিতীয় বছরে ১ লক্ষ টাকা মতো খরচ হয়েছিল। দ্বিতীয় বছরে ১ লক্ষ টাকা খরচ হলেও দেড় লক্ষ টাকার মাল্টা বিক্রি করেছিলাম। বাগানের খরচ বাদ দিলেও প্রায় ৩ লক্ষ টাকা থাকছে প্রতি বছরে।

মাল্টা গাছের রোগ বালাই সম্পর্কে সজল আহম্মেদ বলেন লেবু জাতীয় গাছে রোগ বালাই খুবই কম তবে ছত্রাক দেখা যায় এজন্য ছত্রাক নাশক স্প্রে করলেই সমাধান হয়ে যায়। মাল্টা গাছে তেমন পরিচর্যার দরকার হয় না। রোপণ করার নিয়মও অন্য সাধারণ গাছের মতোই প্রথমে জমি চাষ দিয়ে তারপর ১২ ফুট দূরত্ব বজায় রেখে প্রতিটি চারা রোপন করি। বারোমাসি মাল্টা বাগান নিয়ে আমার অনেক স্বপ্ন রয়েছে কারণ এই জাতের গাছ থেকে আমি বারোমাস মাল্টা পাই। আল্লাহর রহমতে এখন আমার একশত ত্রিশ বিঘায় বিভিন্ন ফলের বাগান হয়েছে। কৃষক ও নতুন কৃষি উদ্যেক্তাদের উদ্দেশ্য বলতে চাই আপনারা মাল্টা চাষ করতে পারেন এতে করে আপনারা লাভবান হতে পারবেন। মাল্টা চাষ ও কৃষি বিষয়ে কোন পরামর্শ প্রয়োজন হলে আপনারা আমার সাথে যোগাযোগ করতে পারেন অথবা আমার বাগানে এসে ঘুরে যেতে পারেন। আপনাদের সকলকে আমার মাল্টা বাগানে আসার নিমন্ত্রণ রইলো।

ঝিনাইদহে এক কৃষকের সাড়ে ৭’শ কলাগাছ কেটে দিয়েছে প্রতিপক্ষরা

ঝিনাইদহ সদর উপজেলার চন্ডিপুর মিস্ত্রিপাড়া গ্রামের মাঠে পূর্ব শত্রুতার জেরে আল আমিন নামের এক কৃষকের ৭৫০ টি কলাগাছ কেটে

দিয়েছে প্রতিপক্ষরা। গেলরাতে এ ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় ভুক্তভোগী পরিবারের পক্ষ থেকে আদালতে একটি অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে।

স্থানীয়রা জানায়, গেল প্রায় ১০ বছর আগে চন্ডিপুর গ্রামের আব্দুর রাজ্জাক, বানিয়াকান্দর গ্রামের মামুন ও বৈডাঙ্গা গ্রামের মো: সালেহ যৌথভাবে ব্যবসা করতো। পরবর্তিতে তাদের মধ্যে ব্যবসায়িক লচ সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে আব্দুর রাজ্জাকের চন্ডিপুর মিস্ত্রিপাড়া গ্রামের প্রায় ৭০ শতাংশ জমির দলির নিয়ে নেয় মামুন। পরবর্তিতে আব্দুর রাজ্জাকের কাছ থেকে তিন বছর আগে ওই জমি লিজ নিয়ে কলাগাছের চাষ করছিল চন্ডিপুর গ্রামের আল আমিন। এর মধ্যবর্তী সময়ে মামুন ওই জমি মো: সালেহ এর কাছে বেচে দেয়। কিন্তু আব্দুর রাজ্জাক বলে আমি শুধু দলিল মামুনকে দিয়েছি, কিন্তু জমি বিক্রি করিনি।

এ নিয়ে বিরোধের গেল রাতে ওই জমিতে লাগানো আল আমিনের ৭৫০ টি কলাগাছ কেটে দেয় সালেহ ও মামুনের সমর্থকরা। ক্ষতিগ্রস্থ কৃষক আল-আমিন জানান, এই গাছের মধ্যে ৪০০ টি কাচকলা ও ৩৫০ টি সবরি কলাগাছ ছিল। ইতোমধ্যে জমিতে তার খরচ হয়েছে প্রায় ৬৫ হাজার টাকা। কলা বিক্রি করতে পারলে সে প্রায় ৪ লক্ষাধীক টাকা আয় করতে পারতো।

ঝিনাইদহ সদর থানার ওসি শাহীন উদ্দিন বলেন, কলাগাছ কাটার বিষয়ে শুনেছি। এ ঘটনায় থানায় লিখিত অভিযোগ দিলে তদন্ত করে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

আলমডাঙ্গায় বিদ্যুৎস্পৃষ্টে কৃষকের মৃত্যু

আলমডাঙ্গা উপজেলার কালিদাসপুর ইউনিয়নের বলরামপুর গ্রামে বিদ্যুতের ঝুলন্ত তারের সংস্পর্শে এক কৃষকের মৃত্যুর ঘটনায় তোলপাড় সৃষ্টি হয়েছে।

আজ শুক্রবার সকাল ৮ টার দিকে নিজ জমিতে মাটি কাটতে গিয়ে এ দুর্ঘটনায় বজলুল হক (৪৬) নামের ওই কৃষকের মর্মান্তিক মৃত্যু হয়।

বিদ্যুৎস্পৃষ্টে নিহতের ঘটনাটি সত্যতা নিশ্চিত করেছে কালিদাসপুর ইউনিয়নের পাইকপাড়া ফাঁড়িপুলিশের ইনচার্জ (এসআই) জামাল হোসেন।

স্থানীয়রা জানায়, কৃষক বজলুল হক বাড়ির পাশের ফইজু খালি মাঠের জমিতে চাষের জন্য মাটি কাটতে যায়। মাটি কাটার সময় ওই জমির উপর দিয়ে যাওয়া সেচের কাজের ব্যবহৃত বৈদ্যুতিক মোটরের তার বজলুল হকের মাথায় স্পর্শ হয়। এসময় তিনি ওই তার হাত দিয়ে সরিয়ে দেবার চেষ্টা করে। এতে বিদ্যুৎস্পর্শে ঘটনাস্থলেই মারা যান বজলুল হক।

এ ঘটনায় আলমডাঙ্গা থানার পরিদর্শক (ওসি) শেখ গণি মিয়া জানান, সকালে এক কৃষক বিদ্যুৎ স্পৃষ্টে মারা গেছে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে।

মুজিবনগরে নিষিদ্ধ চায়না দুয়ারির ফাঁদে হুমকিতে দেশীয় মাছ

মেহেরপুরে মুজিবনগর উপজেলায় ভৈরব নদীতে চায়না দুয়ারি’ জাল ব্যবহার করে নির্বিচারে মাছ শিকার করছেন স্থানীয় জেলে সহ এক শ্রেণীর অসাধু মানুষ। হুমকিতে পড়েছে দেশিয় প্রজাতির মাছ। পুরো ভৈরব নদী জুড়ে অসংখ্য চায়না দুয়াড়ী জাল। এসব দেখেও চোখ বন্ধ করে অন্ধ সেজে বসে আছে উপজেলা মৎস্য অফিস। এই জালের বিরুদ্ধে চোখে পড়ার মত নেই কোন কার্যক্রম।

খুব সহজে মাছ ধরার এই জাল ব্যবহারে বন্ধ না করলে ভবিষ্যতে দেশীয় প্রজাতির মাছ অস্তিত্বের সংকটে পড়বে বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা। বর্তমান সরকারের জনপ্রশাসন মন্ত্রী ফরহাদ হোসেনের নিজস্ব উদ্যোগে মৃতপ্রায় ভৈরব নদী নতুন করে খননের ফলে হারিয়ে যাওয়া দেশিও প্রজাতির মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি পায়।
কিন্তু ভৈরব নদীতে ব্যাপক ভাবে নিষিদ্ধ চায়না দুয়ারি জালের ব্যাবহারে এবং উপজেলা মৎস্য অফিসের নিংক্রিয়তার ফলে হারাতে বসেছে দেশিয় প্রজাতির মাছ সহ নদীর জীববৈচিত্র।

এই জালে গিটগুলোর যে দূরত্ব, তাতে এটি দেশের প্রচলিত আইন অনুযায়ী নিষিদ্ধ জালের আওতায় পড়ে। তবে নিষিদ্ধ জালের তালিকায় থাকার পরের মৎস্য অফিসের নিংসক্রিয়তার সুযোগ নিয়েই অবাধে চায়না দুয়ারি জাল ব্যবহার করা হচ্ছে।
মাছের প্রজনন মৌসুমে নিষিদ্ধ কারেন্ট জালের পর এবার ভয়ংকর চায়না দুয়ারি নামক জালে দেশীয় প্রজাতির সব মাছ ধরা পড়ছে। শুরুর দিকে ভৈরব নদীতে এ জাল ব্যবহার হলেও এখন ছড়িয়ে পড়ছে প্রত্যন্ত গ্রামেও। বর্তমানে জেলে সহ স্থানীয় মানুষ অহরহ ব্যবহার করতে শুরু করেছেন এ জাল।

ভৈরব নদীর মিঠাপানির সব ধরনের দেশীয় প্রজাতির মাছ সূক্ষ এ জালের কানে ধরা পড়ছে। বিশেষ করে মাছের প্রজনন মৌসুমে ডিমওয়ালা চিংড়ি, পুটি, ট্যাংরা, কই, শিং, বেলে, বোয়াল, শোল, টাকিসহ দেশি প্রজাতির সব মাছ চায়না দুয়ারির ফাঁদে নিধন হচ্ছে। সেই মাছশূন্য হয়ে পড়ছে ভৈরব নদী।

আইন অনুযায়ী দেশে মাছ ধরার যেসব জালের অনুমোদন রয়েছে সেগুলোতে ‘মেস সাইজ’ তথা জালের ফাঁসের একটি গিট থেকে আরেক গিটের দূরত্ব হতে হয় ন্যূনতম পাড়ে ৪ সেন্টিমিটার। ‘মেস সাইজ তথ্য ফাঁসের আকার এর চেয়ে ছোট হলে সে ভাল আইন অনুযায়ী নিষিদ্ধ।

জেলেরা জানাচ্ছেন, চায়না দুয়ারি জালে এই ফাঁসের আকার সাড়ে ৪ সেন্টিমিটারের চেয়ে অনেক কম। ফলে এই জালে সব ধরনের মাছ ছেঁকে ওঠে। জেলেরা আরও বলেন, ‘পেশায় জেলে শুধু তাই নয়, মাছের ডিম পর্যন্ত আটকে যায় এই জালে। সহজেই মাছ ধরা যায় এবং দাম কম হওয়ায় বেশির ভাগ জেলে এখন এ জাল ব্যবহার করছেন। কারেন্ট জালসহ নিষিদ্ধ জালের তালিকায় এর নাম না থাকাকে কারণ দেখিয়েও অনেকে এই জাল ব্যবহার করছেন।

জেলেরা আরও বলছেন, এখন অনেক শৌখিন মৌসুমি মৎস্য শিকারি মাছ ধরতে নেমেছেন। ফলে যারা পুরোনো কৌশলে মাছ ধরতেন, তাদের জীবিকা নির্বাহ করা কঠিন হয়ে পড়েছে। তাই অনেকেই বাধ্য হয়ে চায়না দুয়ারি কিনছেন। নদীতে চায়না দুয়ারি জাল বন্ধে উপজেলা মৎস্য বিভাগেরর তেমন কোনো তৎপরতাও চোখে পড়ে না। প্রকাশ্যেই অনেকে চায়না দুয়ারি জাল ব্যবহার করেই মাছ ধরছেন।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক বাসিন্দা গোপালনগর গ্রামের এক জন জানান, দুপুর হলেই ছোট ছোট ডিঙিতে করে এই চানা দুয়ারি নদীতে ফেলা হয়।

সারা রাত নদীতে রাখার পর সকালে তুলে আনা হয়। এ সময় জালে ধরা পড়ে দেশীয় প্রজাতির বিলুপ্তপ্রায় সব মাছ নদীতে থাকা জলজপ্রাণী, এমনকি ওঠে মাছের ডিমও। এ জাল দিয়ে মাছ ধরলে কিছু দিন পর হয়তো নদীতে আর কোনো মাছ পাওয়াই কঠিন হবে।”

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক আর এক জেলে বলেন, ‘আগে কারেন্ট জাল ব্যবহার করলেও চায়না দুয়ারি আসার পর সেটি বাদ দিয়েছি। কারণ কারেন্ট জাল দিয়ে মাছ ধরলে প্রশাসন উৎপাত করে। এ ছাড়া কারেন্ট জালের চেয়ে চায়না দুয়ারিতে মাছ বেশি পাওয়া যায়। ৫০ হাজার টাকা খরচ করে আটটি চায়না দুয়ারি কিনেছি।”

এমন মানুষও চায়না দুয়ারি নিয়ে মাছ ধরছেন। হাট-বাজারে গুণগতমান ও আকার অনুসারে তিন থেকে ১০ হাজার টাকায় বিক্রি হয়। এ জাল। নাম প্রকাশ না করার শর্তে চায়না দুয়ারি দিয়ে মাছ শিকারি আরও কিছু মানুষ জানান, চায়না দুয়ারি দিয়ে মাছ ধরা ঠিক নয়, সেটি তারাও জানেন। তারপরও তারা মাছ ধরছেন।

উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা (অতি:) দায়িত্বে থাকা মেহেরপুর সদর উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা দীন ইসলাম বলেন ‘এই জালে মাছসহ নানা ধরনের জলজ প্রাণীও আটকে যায়। যেসব মাছ বাজারে বিক্রি হয় না, সেগুলোও ধরা পড়ে। কিন্তু সেগুলো জালে আটকে গেলে আর নদীতে ফিরিয়ে দেয়া হয় না। ফলে দেশীয় মাছসহ নানা ধরনের জলজ প্রাণী বিলুপ্ত হয়ে যেতে পারে।
আমি কয়েক দিন আগে যোগদান করেছি বিষয়গুলো নিয়ে কর্তৃপক্ষের সাথে আমার আলাপ হয়েছে চায়না না দুয়ারী জালের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করব।

কোটচাঁদপুরে মাটি কেটে বিক্রির অভিযোগে ১১ দিনেও

মামলা নথিভুক্ত হয়নি

পুকুর থেকে মাটি কেটে বিক্রির অভিযোগে কোটচাঁদপুর থানায় এজাহার করার ১১ দিন পার হয়ে গেলে ও মামলা নথিভুক্ত হয়নি আজও। এদিকে মাটি কেটে বিক্রি করা অব্যহত রেখেছেন মাটি ব্যবসায়ীরা। বিষয়টি নিয়ে জনমনে এখন প্রশ্ন কে বড় মাটি ব্যবসায়ী না প্রশাসন।

কোটচাঁদপুরের দোড়া ইউনিয়ন (ভুমি) সহকারী কর্মকর্তা জাকির হোসেন বলেন, উপজেলার ভোমরা ডাঙ্গা – চুয়াডাঙ্গা বাজারের পাশের হারুন অর রশিদের পুকুর ও সোয়াদি গ্রামের আনিসুর রহমানের পুকুর থেকে মাটি ব্যবসায়ীরা মাটি কেটে বিক্রি করে আসছিল।

বিষয়টি নিয়ে তাদের বেশ কয়েক বার সর্তক করার পরও তারা আইনকে বৃদ্ধাঙ্গুলী দেখিয়ে মাটি কেটে বিক্রি করা অব্যহত রেখেছিল। এ কারনে গেল ২১ জুলাই পুকুর থেকে মাটি কেটে বিক্রির অভিযোগে কোটচাঁদপুর থানায় পৃথক দুইটি এজাহার করা হয়েছে। এজাহারে আসামি করা হয়েছে তেঘরি গ্রামের পুকুর মালিক হারুন অর রশিদ, মাটি কাটার সহযোগী আব্দুর রহিম, শাহিন হোসেন, সাইফুল ইসলাম, কায়দার আলী, আব্দার আলী, সোয়াদি গ্রামের পুকুর মালিক আনিসুন রহমান, সহযোগী পারভেজ হোসেন ও মনা বিশ্বাস।

তিনি বলেন,থানায় এজাহার করার ১০ দিন পার হয়ে গেলেও আজও নথিভুক্ত হয়নি এজাহার দুইটি। তবে এজাহারটি কেন নথিভুক্ত হয়নি সেটা আমার জানা নাই।

তিনি আরো বলেন, আমি থানায় এজাহার দিয়ে তাঁর রিসিভ কপি নিয়ে এসেছি। এজাহার করার পরও মাটি কেটে বিক্রি করছেন এমন প্রশ্নে তিনি বলেন, আমার মনে হয় থানার সঙ্গে তাদের কোন চুক্তি আছে। তা না হলে তারা মাটি কাটার সাহস কোথা থেকে পান প্রশ্ন ওই কর্তার মনেও।

এদিকে বিষয়টি নিয়ে এলাকার মানুষের মধ্যেও একই প্রশ্ন দেখা দিয়েছেন। তারা জানতে চান কে বড় মাটি ব্যবসায়ী না প্রশাসন।

এ ব্যাপারে কোটচাঁদপুর থানার পুলিশ পরিদর্শক (ওসি) সৈয়দ আল-মামুন বলেন,মাসের শেষের দিকে মামলা নথিভুক্ত করলে একটু চাপ পড়ে যায় আমাদের। কারন নতুন যতগুলো মামলা নথিভুক্ত করা হবে, ততোগুলো মামলা শেষ করতে হয়। এ কারনে মামলা নথিভুক্ত করা হয়নি। আগামী মাসের ১ তারিখে এ মামলাটি নথিভূক্ত করা হবে বলে জানিয়েছেন

তিনি।

উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা উছেন মে বলেন,মাটি কাটার বিষয়টি নিয়ে থানায় সংশ্লিষ্ট নায়েব এজাহার করেছেন। আপনারা ওসি সাহেবের সঙ্গে কথা বলেন।

আলমডাঙ্গায় জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ উদযাপন উপলক্ষে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত

আলমডাঙ্গায় জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ উদযাপন উপলক্ষে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রতিবছরের ন্যায় এ বছরেও আজ মঙ্গলবার ৩০ জুলাই হতে ৫ আগষ্ট জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ ২০২৪ উদযাপিত হবে। এ উপলক্ষে এক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

”ভরবো মাছে মোদের দেশ,গড়বো স্মার্ট বাংলাদেশ” এই স্লোগান বাস্তবায়নই এ বছরের মৎস্য সপ্তাহের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় সামনে রেখে মৎস্য সপ্তাহ পালিত হবে।

আলমডাঙ্গা উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয়ে জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ পালনে সাংবাদিকদের সাথে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আলমডাঙ্গা উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা ফাতেমা কামরুন্নাহার আঁখি জানান,মাইকিং এর মাধ্যমে প্রচারণা, সড়ক র্যালি, উদ্বোধনী অনুষ্ঠান ও আলোচনা সভা, স্থানীয় পর্যায়ে সফল মাছচাষী ব্যক্তি, উদ্যোক্তা, প্রতিষ্ঠানকে মৎস্য পুরস্কার প্রদান, উপজেলার গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানের জলাশয়ে মাছ অবমুক্ত করণ, প্রান্তিক পর্যায়ে মৎস্যচাষী ও মৎসজীবিদের সাথে মতবিনিময়, মৎস্য চাষীদের মাছ চাষ বিষয়ক বিশেষ পরামর্শ সেবা প্রদান, পানির ভৌত রাসায়নিক পরীক্ষা, মৎস্য সেক্টরে বর্তমান সরকারের অগ্রগতি সাফল্য বিষয় নির্মিত প্রামাণ্য চিত্র প্রদর্শন, উন্মুক্ত জলাশয়ে মাছের পোনা ছাড়া, জাতীয় মৎস্য সপ্তাহের মূল্যায়ন ও সমাপনী অনুষ্ঠিত হবে।

মতবিনিময়ে উপস্থিত ছিলেন আলমডাঙ্গা উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা ফাতেমা কামরুন্নাহার আঁখি, অফিস সহকারী মোঃ বেলাল হোসেন, ক্ষেত্র সহকারী এন এ টি পি মোঃ হাবিবুর রহমান, লিফ মোঃ মারুফুল বিশ্বাস অরুপ, আলমডাঙ্গা প্রেস ক্লাবের সভাপতি খোন্দকার শাহ আলম মন্টু, সহ সভাপতি খোন্দকার জামসিদুল হক মুনি, সাধারণ সম্পাদক খোন্দকার হামিদুল ইসলাম আজম, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক তানভীর সোহেল,সহ সাংগঠনিক সম্পাদক মোঃ বশিরুল আলম ও ক্রীড়া সম্পাদক গোলাম সরওয়ার সদু প্রমূখ

সরকারি খালের মুখ বন্ধ, হুমকিতে কুমারখালীর হাজারো বিঘা জমির ফসল

কুষ্টিয়ার পানি উন্নয়ন বোর্ড (পাউবো) কর্তৃপক্ষ গড়াই নদী শাসনের (ড্রেজিং) নামে প্রবাহমান সরকারি খালের মুখ বন্ধ করে দিয়েছে। ফলে পানিপ্রবাহ বন্ধ হয়ে জলাবদ্ধতা সৃষ্টি হয়েছে। হুমকিতে পড়েছে কুমারখালী উপজেলার যদুবয়রা ইউনিয়নের গোবিন্দপুর, এনায়েতপুর ও এতমামপুর গ্রামের অন্তত দুই হাজার বিঘা কৃষি জমি। ঝুঁকিতে রয়েছে অর্ধশত পুকুর। স্থানীয়দের ভাষ্য, বার বার বলার পরও পাউবো অপরিকল্পিতভাবে নদী শাসন করেছে। বন্ধ করে দিয়েছে খালের মুখ। এতে কয়েকদিনের বৃষ্টিতে ফসলসহ জমি প্লাবিত হয়েছে। দুশ্চিন্তায় পড়েছেন কয়েক হাজার কৃষক। তারা দ্রুত বালু অপসারণের দাবি জানান।

এলাকাবাসীর সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, গোবিন্দপুর গ্রামের কোলের মাঠ থেকে গড়াই নদী পর্যন্ত প্রায় দেড় কিলোমিটার ড্রেনেজ খাল রয়েছে। তা দিয়ে গোবিন্দপুর, এনায়েতপুর ও এতমামপুর গ্রামের প্রায় দুই হাজার বিঘা কৃষি জমিতে পানি যাওয়া-আসা করে। তবে প্রায় দুই মাস আগে গড়াই নদী শাসনের নামে ড্রেজিংকৃত বালু ফেলে ওই খালের মুখ বন্ধ করে দিয়েছে।

আর কয়েকদিনের বৃষ্টিতে ধান, পাটসহ বিভিন্ন ফসল প্লাবিত হয়েছে।

হুমকিতে রয়েছে অন্তত ৫০টি পুকুর। গত বৃহস্পতিবার সকালে সরেজমিন যেয়ে দেখা যায়, খালের পানিতে স্রোত নেই। সদ্য রোপণ করা ধানের চারা ডুবে গেছে। পাটখেতে হাঁটু পানি। আর খালের মাথায় প্রায় ৩০০ মিটার চওড়া বালুর স্তূপ রয়েছে।

এ সময় গোবিন্দপুর গ্রামের কৃষক টুটুলের সাথে কথা হলে জানান, মাঠে পুকুরসহ তার প্রায় ১৮ বিঘা জমি রয়েছে। তার মধ্যে ৭ বিঘা জমিতে তিনদিন আগে আমন ধানের চারা রোপণ করেছেন। তবে গত কয়েকদিনের ভারি বৃষ্টিতে চারা পানিতে ডুবে গেছে।

তার ভাষ্য, দুই মাস আগে পাউবো বালু ফেলে খালের মুখ ভরাট করেছে। সেজন্য পানিপ্রবাহ বন্ধ হওয়ায় ধান ও পাটখেত প্লাবিত হয়েছে। অন্তত দুই হাজার বিঘা জমি হুমকিতে পড়েছে।

কৃষক লিয়াকত আলী জানান, দিন ১৫ পরেই পাট কাটা শুরু হবে। তবে পাটের জমিতে হাঁটু সমান পানি জমে আছে। পানির কারণে পাটের মাথা লাল হয়ে মরে যাচ্ছে। তিনি দ্রুত পানি অপসারণের দাবি জানান।

শফিকুল নামে আরেক কৃষক জানান, বালুর কারণে প্রায় দুই হাজার বিঘা তিন ফসলি জমি হুমকিতে পড়েছে। তিনি খালের মুখ থেকে বালুর স্তূপ সরানোর দাবি জানান।

প্রায় দুই মাস ধরে খালের মুখ বন্ধের বিষয়টি জানেন না বলে জানান কুষ্টিয়া পানি উন্নয়ন বোর্ডের উপ-সহকারী প্রকৌশলী (ড্রেজার) মো. জিনারুল। তিনি জানান, নদী শাসনের সময় খালের মুখ ভরাট হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু ইউপি চেয়ারম্যানের সঙ্গে কথা বলে বালু সরানোর জন্য চেয়ারম্যানের লোকদের নিজস্ব ভ্যেকু দিয়েছিলেন।

উপসহকারী প্রকৌশলীর এই বক্তব্য অস্বীকার করে যদুবয়রা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মো. মিজানুর রহমান জানান, তাকে খালের মুখ বন্ধ ও জলাবদ্ধতার কথা জানিয়েছেন কৃষকরা। এতে চরম বিপাকে পড়েছে সবাই। তবে কুষ্টিয়া ৪ আসনের সংসদ সদস্য আব্দুর রউফ পাউবোর সঙ্গে কথা বলে দ্রুত বালু অপসারণ করে পানিপ্রবাহ সচল করার আশ্বাস দেন।